দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ১৯৯২-এর গণিত বিষয়ের প্রশ্ন ভুল অংক দেয়া প্রসঙ্গে

গত ২৮-১২-৯২ ইং তারিখের অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তির গণিত বিষয়ের তিন নম্বর অংকের প্রশ্ন ভুল। প্রশ্নটি "দুটি সংখ্যার গুণফল ৫৪৫১১২। একটি সংখ্যা অপরটির ৩ গুণ হলে, সংখ্যা দু'টি কত?" প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়ঃ

(১) মনে করি একটি সংখ্যা ক, সুতরাং অপরটি =৩ ক, প্রশ্ন মতে ক×৩ক=৫৪৫১১২, বা ৩ক^2=৫৪৫১১২, বা, ক^2=১৮১৭০৪। কিন্তু ১৮১৭০৪ একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয়। সুতরাং অংকটির প্রশ্ন নির্ভুল নয়। (২) প্রশ্নটি বর্গমূল অধ্যায়ভুক্ত কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীতে বর্গমূল তাদের পাঠ্য গণিতের বহির্ভূত। এ ধরনের অংক আমরা ১৯৬৫-৬৭ সনে ৮ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে করেছিলাম। সুতরাং এরূপ ভুল অংশ গণিত প্রশ্নে অন্তর্ভুক্ত করা কোন অবস্থায় যৌক্তিক নয়।

ফলে অংকটি করতে চেষ্টা করতে গিয়ে অনেককে খেসারত দিতে হয়েছে। তাদের অহেতুক সময় নষ্ট হয়েছে যার ফলে অন্যান্য অংকগুলো কষতে তাড়াহুড়া করতে হয়েছে এবং সংগতকারণে অন্য অংক ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অনেকে অংকটি সঠিক করেছে (অন্য নিয়মের সাহায্যে) মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে ভুল হয়েছে।

সংগতকারণে ও প্রকৃতপক্ষে এ ভুল প্রশ্নের জন্য ছাত্রদের মেধা যাচাই সম্ভব হয়নি। তাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ-এর নিকট প্রশ্ন রাখা হলো, ছাত্রদের এরূপ ক্ষতি ও অস্বাভাবিক/কাল্পনিক প্রশ্ন করার জন্য কে দায়ী? যা হোক, এর সমাধাকল্পে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব রাখা হলো।

(ক) অনুষ্ঠিত গণিত পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় নতুনভাবে গণিত পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। (খ) একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টি তদন্ত করা হোক এবং দায়ী ব্যক্তিদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হোক।

—মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সমীপে

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত আমিশাপাড়ার খলিলুর রহমান আলীয়া মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে কওমী মাদ্রাসার আরবী সাহিত্য (১ম পত্র) রওজাতুল আদব ও ফিকাহর কিতাব তালিমুল ইসলাম (উর্দু ভাষায় রচিত) নামক এই দুটি কিতাব পড়ান হয়। যার কারণে আমরা সরকারী পাঠ্য পুস্তক অনুযায়ী শিক্ষা নিতে ও আধুনিক আরবী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আর তালিমুল ইসলাম পড়ানোর কারণে মাসলা মাসায়েল সম্পর্কে থেকে যাই অজ্ঞ। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সমীপে আমাদের প্রশ্ন, সরকারী সিলেবাস বহির্ভূত পুস্তক তথা কাওমী মাদ্রাসার কিতাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। আধা-সরকারী মাদ্রাসায় পাঠ্য করা বৈধ কি?

—মোঃ সাইফুল ইসলাম।